দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

দর্শনা সরকারি কলেজ

শিক্ষকের অভাবে লেখাপড়া বিঘ্নিত

দর্শনা, ৭ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– দর্শনা সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকটের কারণে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। বর্তমানে ২৭টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। শিক্ষক সংকট ছাড়াও শিক্ষা উপকরণ, ছাত্রাবাস, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী স্বল্পতাসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এ কলেজটি।

এ এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং আখচাষীদের অর্থানুকূল্যে ১৯৬৯ সালে দর্শনা কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালের ১লা মে কলেজটিকে সরকারিকরণ করা হলেও এর তেমন কোন উন্নতি হয়নি।

কলেজে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। শিক্ষকের পদ রয়েছে ৪৬টি। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক আছেন মাত্র ১৯ জন। দীর্ঘদিন যাবৎ ২৭ শিক্ষকের পদ শূন্য। শিক্ষক সংকটের কারণে শিক্ষাদান ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা ভাল ফলাফল করতে না পারায় কলেজটির সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

কলেজে ৩টি ল্যাবরেটরিভিত্তিক বিভাগের জন্য ৩ জন প্রদর্শক শিক্ষকের পদ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শূন্য। এতে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক শিক্ষা-গ্রহণ বিঘ্নিত হচ্ছে। ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ করা হলেও সেখানে ব্যবহারিক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ আজো করা হয়নি।

কলেজের ছাত্রাবাস নেই। একটি পরিত্যক্ত বাড়ি ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যবহার অনুপযোগী এ ছাত্রাবাসে ২০ জন থাকার ব্যবস্থা আছে যা চাহিদার তুলনায় তা অতি নগণ্য। এর ফলে দূর-দূরান্তের ছাত্রদের ভীষণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কলেজে ছাত্র এবং ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান হলেও ছাত্রীদের জন্য কোন ছাত্রীনিবাস নেই। ছাত্র এবং ছাত্রী নিবাসের দাবি থাকলেও তা নির্মাণের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই বলে জানা গেছে।

শিক্ষকদের আবাসিক ভবন নেই। দর্শনায় আবাসিক সংকট থাকায় শিক্ষকগণ পরিবার পরিজন নিয়ে বিপাকে পড়েন। এ কারণে এ কলেজে শিক্ষকরা বদলি হয়ে আসার সাথে সাথেই শিক্ষকরা অন্যত্র বদলির তদবির শুরু করে দেন।

কলেজে ৩য় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর অভাব রয়েছে। এতে কলেজের দাপ্তরিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হচ্ছে। লাইব্রেরি থাকলেও লাইব্রেরিয়ান নেই দীর্ঘদিন থেকে। লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। লাইব্রেরিয়ান ও বইয়ের অভাব থাকায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ছাড়াও শরীরচর্চা শিক্ষক, ক্যাটালগার, প্রধান সহকারী, ক্যাশিয়ার, ভাণ্ডাররক্ষক, কারিগর ইত্যাদি দায়িত্বপূর্ণ পদ পূরণের কোন উদ্যোগই নেয়া হচ্ছে না।

কলেজ ক্যাম্পাসে দু'শতাধিক মূল্যবান শিশুগাছ আছে। এর মধ্যে প্রায় ৫০টি গাছ শুকিয়ে গেছে। ২৫টি গাছ কলেজ কর্তৃপক্ষ বিক্রি করার অনুমোদন পেলেও অবশিষ্ট গাছগুলো নিয়ে কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়েছেন। কেননা মূল্যবান এ গাছগুলো সঠিক সময়ে বিক্রির উদ্যোগ না নিলে জ্বালানি ছাড়া আর কোন কাজেই আসবে না। এতে সঠিক মূল্য প্রাপ্তিতেও সরকার বঞ্চিত হবে।